কাঁকনতলা
লাইট রেলওয়ে

এম, পি, প্রোডাকসন্স লিঃ'র নিবেদন—

কাঁকনতলা লাইট রেলওয়ে

রচনা ও পরিচালনা :: প্রেমেন্দ্র মিত্র

সঙ্গীত :: কৃষ্ণ চন্দ্র দে

চিত্র শিল্পী : সুশান্ত মৈত্র
শব্দ যন্ত্রী : জগন্নাথ চ্যাটার্জ্জী
আলোকসম্পাত : নারায়ণ চক্রবর্ত্তী

সম্পাদক : কমল গাঙ্গুলী
শিল্পনির্দ্দেশ : সুধীর খান
রূপ-সজ্জা : বসির ও মুন্সী

ব্যবস্থাপক : তারক পাল

কর্ম্মসচিব : বিমল ঘোষ

সহকর্ম্মীগণ :—

পরিচালনায় : প্রবোধ ব্যানার্জ্জী, অজিত দাস, সুকুমার ঘোষ, নারায়ণ দাস

সঙ্গীত : প্রভাস দে
চিত্র শিল্পে : বৈদ্যনাথ বসাক, অমল দাস
শব্দ যন্ত্রে : ধীরেন কুণ্ডু, শৈলেন পাল
সম্পাদনায় : পঞ্চানন চন্দ্র, রঞ্জিত রায়
ব্যবস্থাপনায় : সুবোধ পাল, ধীরেন হালদার
দৃশ্য সজ্জায় : গোবিন্দ ঘোষ, জগবন্ধু পাল
রূপসজ্জায় : যোগেশ পাল, রমেশ দে
আলোকসম্পাতে : শম্ভু ঘোষ, নন্দ মল্লিক, লালমোহন মুখোপাধ্যায়
স্থিরচিত্রগ্রহণে : ষ্টিল ফটো সার্ভিস

পরিবেশন :
ডি ল্যুক্স ফিল্মস
৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

Gita Sen

গ্রামাঞ্চলের ক্ষুদে রেলের গাড়ীর ছোটো লাইন। তারই একটি নগণ্য ষ্টেশনের ষ্টেশন-মাষ্টার আমাদের কুঞ্জবাবু। আধা বয়সী মানুষ—একটু খিটখিটে, বদমেজাজী। দুনিয়ায় অফিসের কাজ আর দাবা খেলা ছাড়া আর কিছু জানেন না। কর্ত্তব্যে যেমন কোথাও ফাঁকি দেন না তেমনি হাড়-কঞ্জুষ বলে বদনামও আছে। কিছুদিন হোলো বৌ মারা যাবার পর আর ওধার মাড়ান নি।

এ হেন কুঞ্জ বাবু হঠাৎ একদিন অকূল পাথারে পড়লেন। মাঝ রাত্রে আচমকা কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে উঠে দেখেন একটী ফুটফুটে কচি মেয়েকে কে তাঁর বাড়ীর মধ্যে রেখে দিয়ে গেছে। এ উপদ্রব বরদাস্ত করতে তিনি নারাজ। সেই রাত্রেই তাকে থানায় দিয়ে আসবার জন্যে বেরুলেন—কিন্তু রাস্তায় এমন একটা কিছু ঘটলো যার জন্যে বাধ্য হয়ে তাঁকে ফিরে এসে নিজের মেয়ে বলেই তাকে চালাবার ব্যবস্থা করতে হ'লো।

যে মেয়েকে সেদিন গলার কাঁটা বলে মনে হয়েছিল—ক্রমে একদিন সেই যে তাঁর বুকের পাঁজর হয়ে উঠবে কুঞ্জবাবু বোধ হয় তা স্বপ্নেও ভাবেন নি। নূতন ষ্টেশনে তিনি এখন বদলী হয়েছেন। শিবানী বুদ্ধিতে না হোক মাথায় বড়ো হয়েছে। কুঞ্জবাবুর জীবন এখন বাৎসল্যের রসে মধুর। তাঁর মনের শান্তির বিঘ্ন শুধু একটি। সে হ'লো লাইট রেলওয়ের সঙ্গে বাস কোম্পানীগুলোর রেষারেষি। বাসের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে রেল কোম্পানী হটে যাচ্ছে বলে বাসের ওপর তাঁর দারুণ রাগ।

একদিন মেয়েকে নিয়ে মেলা দেখতে গিয়ে ট্রেণ ফেল করে সেই বাস-এই তাঁকে চড়তে হ'লো।

ইতিমধ্যে শিবানীর পোষা ভেড়া নিয়ে প্রতিবেশী এক ভদ্রলোকের সঙ্গে একটু গণ্ডগোল বাধবার উপক্রম হয়েছে। ভদ্রলোক বোটানীর প্রফেসারী ছেড়ে কাছেই নূতন বাড়ী করেছেন। একটু বাতিকগ্রস্ত, গাছগুলো তাঁর নেশা।

শিবানীর ভেড়া তাঁর সাধের বাগান নষ্ট করে নিচ্ছে বলে নালিশ জানাতে এসে প্রফেসার কিন্তু দাবা খেলায় মেতে কুঞ্জবাবুর পরম বন্ধু হয়ে উঠলেন। কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারেন না। প্রফেসারের সবই অদ্ভুত। যে বাস-ড্রাইভার কুঞ্জবাবু আর শিবানীকে মেলা থেকে বিনা ভাড়ায় পৌছে দিয়েও কুঞ্জবাবুকে প্রসন্ন করতে পারে নি এক দিন জানা গেলো সে প্রফেসারেরই ছেলে। বি, এ পাশ করেও সে বাস-ড্রাইভারী করে এবং প্রফেসার তাতে খুসী। দুই পরিবারের ঘনিষ্ঠতা এখন গভীর হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ একদিন বাস আর রেল নিয়ে দুই বন্ধুতে দারুণ ঝগড়া হয়ে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গেলো। ঝগড়া মিটতে অবশ্য দেরী হ'লো না

এবং মিটমাট থেকে শিবানী
আর প্রবীরের বিয়ের কথাও ঠিক
হয়ে গেলো।

কিন্তু এ বিয়ের প্রথম বাধা এলো শিবানীর সত্যিকার পরিচয় নিয়ে। কুঞ্জ বাবুর পুরোণো বন্ধু অবিনাশ ডাক্তার গোড়াকার কথা জানতেন। কার মেয়ে কী জাত না জেনে ব্রাহ্মণের ঘরে বিয়ে দেওয়া সম্বন্ধে তিনি একটু খটকা তুললেন। এ খটকা কিন্তু প্রফেসার গ্রাহ্যই করলেন না। তাঁর মন সত্যিই উদার ও মহৎ। সীতাকে জনক রাজা কুড়িয়ে পেয়েছিলেন বলে সব আপত্তি তিনি খণ্ডন করে দিলেন।

এইবার বিপর্য্যয় এলো অপ্রত্যাশিত দিক থেকে। শিবানীর সত্যই যেখানে জন্ম সেখান থেকে এতোকাল বাদে তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য লোক এলো। শিবানীর ইতিহাস এবার জানা গেলো। মস্ত বড়ো সমৃদ্ধ পরিবারের সে একমাত্র মেয়ে। নিজের মেয়ের মৃত্যুর শোধ নিতে অত্যাচারিত এক দরিদ্র প্রজা তাকে চুরি করে কুঞ্জ বাবুর বাড়ীতে ফেলে আসে। পরে অনুতপ্ত হয়ে সে-ই সন্ধান

করে এসেছে শিবানীকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

শিবানী যেতে চায় না তবু কুঞ্জবাবু মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে নিজের ওপর নির্মম হয়ে তাকে পাঠিয়ে দিলেন।

রাজ-ঐশ্বর্য্যের মধ্যে গিয়েও শিবানী এক মুহূর্ত্তের জন্যে খুসী হতে পারলো না। তার সমস্ত মন পড়ে রইলো তার অসহায় দরিদ্র পালক-পিতার কাছে। প্রবীরের কাছেও কোনো সহানুভূতি সে পায় নি। বড় লোকের ঘরে জন্ম হওয়া ও তার বাধ্য হয়ে সেখানে ফিরে যাওয়া যেন তারই অপরাধ বলে প্রবীর ধরে নিয়েছে।

মেয়েকে কাছে রাখবার মোহে পড়ে ধনীর ঘরের এক অপদার্থ, নির্ব্বোধ জ্ঞাতি-পুত্রের সঙ্গে শিবানীর মা তার বিয়ের সম্বন্ধ করলেন। যে পিতামহী ভেঙ্গে পড়া রাজ-পরিবারকে আবার গড়ে তোলবার জন্যেই সন্ন্যাস ছেড়ে এসেছিলেন তিনিও তাতে সায় না দিয়ে পারলেন না। কুঞ্জবাবু অসুস্থ হয়ে এখন প্রফেসারের বাড়ীতেই থাকেন। নিমন্ত্রণের চিঠিতে খবর তিনি সেখানেই পেলেন। এইবার প্রফেসার বেঁকে দাঁড়ালেন। শিবানীর ভাবী স্বামীকে তিনি দেখেছেন। এ বিয়ে হতে দিয়ে মেয়েটার সমস্ত জীবন ব্যর্থ করে দিতে তিনি রাজী ন'ন। উচিত অনুচিত ভালোমন্দের মাপকাঠি তাঁর আলাদা। তিনি উত্তেজনার মাথায় শিবানীর উদ্ধারের এক ব্যবস্থা করে বসলেন। প্রবীর সাগ্রহে হ'লো তাঁর সহায়।

বিচিত্র এই-উদ্ধার-পর্ব্ব ছবির পরিণতিকে করে তুলেছে এক উপভোগ্য অধ্যায়!

গীত

রচনা : প্রেমেন্দ্র মিত্র

(১)

ও ভাই রেলের গাড়ী বলিহারী
বড় মজার কল,
ও তার বুকে সদাই জ্বলে আগুন
যতই ঢাল জল।
সে জল হয় যে ধোঁয়া—
সে জল হয় যে ধোঁয়া আকাশ ছোঁয়া
তবু কি সে কে জানে,
প্রাণের মাঝে ঝড় হয়ে সে
টেনে বেড়ায় সব খানে।
—সেই ধোঁয়াই হল বল।
ও ভাই এ গাড়ি থামে ইষ্টিশানে,
হুইসিল আর লালবাতি আর
নীলবাতি সব মানে ;
তার লাইন আছে পাতা
ও তার লাইন পাতা, যে বিধাতা
জীবন মরণ দেয় বেঁধে
সাধ হয় যে সেই বিধাতায় কই কেঁদে—
এত মাশুল আদায় করেও
রইল শেষের কি সম্বল ?

(২)

সেই যে মায়ার হরিণ
আমি খুঁজতে গিয়েছিলাম—
কেউ বলে সে সোণার,
কেউ বা শোন-ই নিকো নাম।
পাহাড়ে কি গহন বনে যাইনি
পেয়েছি কি দেখা তাহার পাইনি—
বলতে নারি, শুধু জানি
খুঁজেই খুশি হলাম।
নয়কো বনে মায়ার হরিণ
মনের মাঝেই রয়—
না পেলে তায় ব্যথা যত
পেতেও তত ভয়।
তবু মনের তেপান্তরে
মায়ার হরিণ বেড়াক চ'রে,
আছে কোথাও এই ছলনায়
আমি সেধেই ভুলিলাম।

ফুটি ফুটি করে কোথায় কলি
কি করে খবর যে পেল অলি—
পারে না দূরে আর রইতে।
জলে ঢেউ দিও না—
কাঁখে কলসী নিলাম, মাথায় বরণ ডালা
এয়োতীর পয়ে ঘুচুক আইবুড়োর পালা—
মন্দ না পারে কেউ কইতে।
জলে ঢেউ দিও না।

গলাগলি চলি জল সইতে
বুকে জ্বালা যার না আসে বইতে—
ঘট যেন বইতে।
জলে ঢেউ দিও না—
জলে দোলা নয়, প্রাণে দোলা।
দূরে সে থাকে যেন মন যার ঘোলা,
পারে না কারো ভালো সইতে—
জলে ঢেউ দিও না।

চরিত্রায়ণে—

কবিতা, প্রভা, শোভা সেন

মণিমালা, তারা, আশা, মাধুরী,
গঙ্গা, বীণা, মেনকা, সান্ত্বনা

জহর, ধীরাজ,
বিকাশ, গুরুদাস

কৃষ্ণধন, নবদ্বীপ, পঞ্চানন, মণি চক্রবর্ত্তী,
গোপাল দে, নৃপেন্দ্র গোপাল,
নিশীথ সরকার

1950.

এম. পি. প্রোডাকসন্স লিঃ-এর পরবর্ত্তী আকর্ষণ

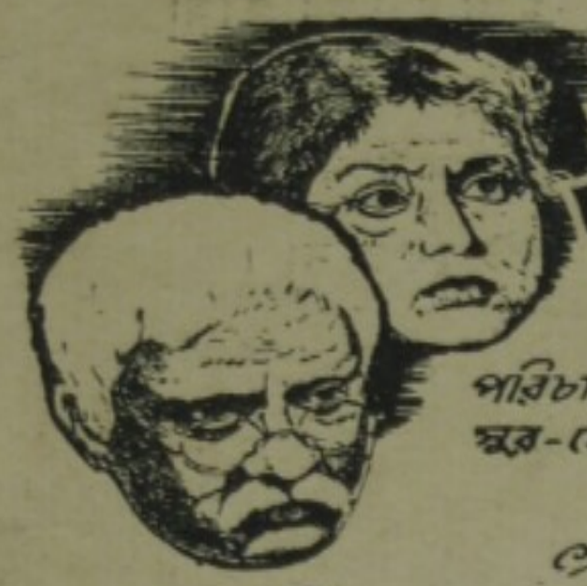

বানপ্রস্থ

পরিচালনা • সুকুমার দাশ গুপ্ত
সুর-যোজনা • রবীন চট্টোপাধ্যায়

শ্রেষ্ঠাংশে
মলিনা • রেণুকা • কবিতা • অলকা • শিখা
সুহাসিনী • মনোরমা জহর • কমল
জয়নারায়ণ • ছবি গাঙ্গুলী • শঙ্করনাথ

সহযাত্রী

পরিচালনা - অগ্রদূত
সঙ্গীত - রবীন চাট্টোঃ

শ্রেষ্ঠাংশে - ? .... ?
জহর • কমল • হরিধন • সন্তোষ
করবী • মলি চ্যাটার্জ্জী

কবি কঙ্ক

পরিচালনা - সুধীশ ঘটক
সঙ্গীত - রবীন চট্টোপাধ্যায়

শ্রেষ্ঠাংশে - ? .... ?

বিদ্যাসাগর

পরিচালনা • কালিপ্রসাদ ঘোষ
তত্ত্বাবধান • অগ্রদূত
সুর-যোজনা রবীন চট্টোপাধ্যায়

শ্রেষ্ঠাংশে
পাহাড়ী সান্যাল • অহীন্দ্র চৌধুরী
কমল মিত্র গুরুদাস অনুপকুমার
হরিধন • সন্তোষ সিংহ • শুভেন রঞ্জিত রায়
জহর রায় • অরুণাভ • মলিনা • শোভা সেন
অলকা • মঞ্জুলিকা • সন্ধ্যা

দি ক্যালকাটা প্রিন্টিং কোং লিঃ, ৯৮-৪ সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জ্জী রোড হইতে
শ্রীঅশ্বিনী কুমার বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও এম, পি, প্রোডাকসন্স লিঃ,
৮৭ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য দুই আনা মাত্র।